৫. কাব্যের নাম

পীতাম্বর-অনূদিত ভাগবতের দশমস্কন্ধ কাব্যখানির নামকরণ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয় নাই। পুঁথির মধ্যে তিন স্থানে কবি যে তিনটি শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যায় কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিজয়' রাখাই কবির অভিপ্রায় ছিল। শ্লোক তিনটি নীচে উদ্ধৃত করা গেল[১] —

(১) গোবিন্দবিজয় কথা শুনে জেবা জনে।
একমন হয়্যা কথা শুনহ বিহানে ।। — পৃঃ ৪০১

(২) পুন্যময় কথা এ জে গোবিন্দবিজয়।
শুনিলে বিঘিনি খণ্ডে পাপ নাশ হয়ে ।। — পৃঃ ৪৫৫

(৩) গোবিন্দবিজয় জেবা সুনয় হরিষে।
তাহার বিপক্ষ নষ্ট হৈবেক অবশ্যে ।। — পৃঃ ৫১৭

কিন্তু শেষ পাতার পুষ্পিকা অংশে আমরা দেখিতে পাই— 'ইতি শ্রীকৃষ্ণবিজয় দশমস্কন্ধ সম্পূর্ণমিত্যাদি'। শেষ পাতাখানির যেরূপ জীর্ণ দশা তাহাতে এই উক্তি কবির না লিপিকরের তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। তবুও অনুমান করা চলে, উহা লিপিকরের। কারণ এই অংশেই লিপিকর তাঁহার স্বনাম ও লিপিকরণের সাল-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নাম কাব্যমধ্যে কবি কোথাও ব্যবহার করেন নাই।

১. উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিতেও এইরূপ নামজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায় —

(১) গোবিন্দবিজএ কথা কহে জেবা জনে।
মুকুতি পাইবা সেহি বিষ্ণের চরনে ।। — ১১০ক

(২) পুর্ন্নময় কথা হৈতো গোবিন্দবিজএ।
সুনিলে বিঘ্নি খণ্ডে পাপনাশ হএ ।। — ১১৩খ

শেষ পাতায় উদ্ধৃত নামটি কবির দেওয়া না হইলে গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রাখা যুক্তিযুক্ত হয় না। বরং যেহেতু কবি 'গোবিন্দবিজয়' কথাটি একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন সেইহেতু কাব্যের 'গোবিন্দবিজয়' নামকরণই সমীচীন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

'গোবিন্দবিজয়' নামটির তাৎপর্য আছে। এই কাব্যে সর্বত্র গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের জয় বা বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে। ডুমিডার হরণের জন্য গোবিন্দের মর্তে অবতরণ ও একের পর এক নানা অসুরনিধন এবং যাবতীয় বিঘ্ননাশ— যাহার দ্বারা গোবিন্দের বীরত্ব ও ঐশ্বর্যময়তার দিকটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শৃঙ্গার-রসাত্মক বর্ণনা কোথাও কোথাও থাকিলেও গোবিন্দের গৌরবময় এক বিরাট চরিত্রই সমগ্র কাব্যের মধ্যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্রই তাঁহার জয়। কোথাও তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে দেখা যায় না। গোবিন্দের গৌরব প্রচারই যেখানে কাব্যের বিষয়বস্তু সেখানে 'গোবিন্দবিজয়' নামকরণের সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য।

তবে কাব্যের এইরূপ নামকরণে অভিনবত্ব কিছু নাই। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কাহারও গৌরবময় জীবনযাত্রা বা চরিত্র অথবা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।[২] এই একই উদ্দেশ্যে কাব্য-নামে 'মঙ্গল' শব্দের

---

(৩) গোবিন্দবিজএ কথা শুন পুনুমএ ।। — ১১৬খ

২. যেমন চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়', বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', পরমেশ্বর দাসের 'পাণ্ডবিজয়' ইত্যাদি।

প্রয়োগও কম নাই।[৩] মধ্যযুগের বেশ কয়েকখানি ভাগবত গ্রন্থেরও নামকরণ হইয়াছে 'বিজয়' বা 'মঙ্গল' শব্দ যোগে।[৪] সুতরাং পীতাম্বর ভট্ট তাঁহার কাব্যের নামকরণে প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, মৌলিকতার কোন পরিচয় দেন নাই।

৬. মূল ভাগবতের সহিত পীতাম্বরের কাব্যের তুলনামূলক বিচার

পীতাম্বর-অনূদিত 'গোবিন্দবিজয়' কাব্য ভাগবতের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। এইরূপ মূলানুগ অনুবাদ যে বাংলা সাহিত্যে আর একখানিই মাত্র পাওয়া যায়। সেটি রঘুনাথ ভাগবতাচার্য-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর কাহিনী সংক্ষিপ্ত

---

৩. যেমন বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', দ্বিজমাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' ইত্যাদি।

৪. যেমন মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', কবিশেখরের 'গোপালবিজয়', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ইত্যাদি।